ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১০

অগ্নিকাণ্ডসহ যে কোন দুর্ঘটনায় ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি চলাচলে অগ্রাধিকার দিন।

অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা হতে রক্ষা পেতে অগ্নি সচেতন হউন এবং অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করুন।

Design by : www.dharaad.com

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৪ কার্তিক ১৪১৭
০৮ নভেম্বর ২০১০

বাণী

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক দেশব্যাপী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ পালিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। আমি এই প্রশংসনীয় উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

অগ্নিনির্বাপণ, আহত সেবা, মুমূর্ষু রোগী পরিবহণসহ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট যে কোন দুর্যোগে জন-জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা অগ্নিনির্বাপণসহ অন্যান্য দুর্যোগে মানুষের পাশে থেকে যে সেবা প্রদান করছে তা প্রশংসনীয়। সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা পেশাদারিত্ব ও মেধার সম্পূর্ণ প্রয়োগ ঘটিয়ে বাংলাদেশের মতো দুর্যোগপ্রবণ দেশেও জননিরাপত্তা রক্ষায় আরো দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অগ্নিকান্ডসহ বিভিন্ন দুর্যোগে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ উদ্‌যাপনের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্যক্রমের সাথে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং এ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ ২০১০। আমি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপন, উদ্ধারকৃতদের প্রাথমিক শুশ্রূষা প্রদান, আহতদের হাসপাতালে পরিবহনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনগণের জানমাল রক্ষার্থে এ বিভাগের কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর কর্মপ্রচেষ্টা জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পাশাপাশি এ বিভাগের কর্মীদের সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের কর্মীরা তাদের কর্মপ্রচেষ্টার বর্তমান ধারা অব্যাহত রেখে জনগণের অধিকতর আস্থা অর্জনে ব্রতী হবেন। আমি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন

সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১০ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ প্রশংসনীয় উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সঙ্গে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং এ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সপ্তাহ পালন একটি কার্যকর উদ্যোগ। এসব কাজে জনগণের অংশগ্রহন থাকলে জনসেবার মান আরো উন্নত হবে। অগ্নি দুর্ঘটনা, অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার, উদ্ধারকৃতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, আহতদের হাসপাতালে পরিবহনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনসাধারণের জান-মাল রক্ষার্থে এ বিভাগের কর্মীরা নিবেদিতপ্রাণ। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে এ বিভাগের সেতু বন্ধন রচিত হবে বলে আমার আশা।

বিগত দিনের বেশ কয়েকটি আলোচিত দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সুনামের সাথে অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছে। ভূমিকম্পের আশঙ্কাকে সামনে রেখে এ বিভাগ ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরীর একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমান সময়ের মতো ভবিষ্যতেও তারা বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর তাদের অর্জিত সুনাম অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বিভাগের সকল কর্মীর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভ কামনা রইল। সপ্তাহ উদ্‌যাপনের সকল আয়োজন সার্থক ও সফল হোক।

আব্দুস সোবহান সিকদার

ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়া এখন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নাঈম মোঃ শাহিদউল্লাহ
মহাপরিচালক

ভূমিকা ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার নির্বাচনী অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান সরকার দেশ গঠনে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি অকুণ্ঠ সমর্থন ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদানের ফলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে সফলভাবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ বিভাগের কর্মীরা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সব ধরনের দুর্যোগে অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গুরুতর রোগীদের হাসপাতালে প্রেরণ ও ভিভিআইপিদের অগ্নি নিরাপত্তা বিধানে সদা প্রস্তুত থাকে। বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে বর্তমান সরকার অতীতে অবহেলিত এ সংগঠনটিকে নতুন আলোর পথে তুলে এনেছে।

ফায়ার স্টেশন ঃ সারা দেশে বিদ্যমান ২১৮টি ফায়ার স্টেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে সেবাধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটির সকল অপারেশনাল কার্যক্রম। ৩টি প্রকল্পের আওতায় আরো ১৫১টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে। প্রকল্প শেষ হলে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৩৬৯টিতে উন্নীত হবে। এ ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য গৃহীত প্রকল্প বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নির্বাপণ ঃ অত্র বিভাগের কর্মীরা ২০০৯ সালে সারা দেশে সংঘটিত মোট ১২ হাজার ১৮২টি অগ্নি দুর্ঘটনা মোকাবেলা করেছে। এ ছাড়া ২০১০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তারা মোট ১১ হাজার ৮৫৭টি অগ্নি নির্বাপণ কার্যে অংশ নিয়েছে। সংঘটিত অগ্নিকান্ডের প্রধান কারণগুলি হচ্ছে বৈদ্যুতিক গোলযোগ প্রায় ৪০% চুলা থেকে সূত্রপাত প্রায় ২৬% এবং বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত অবশিষ্টাংশ থেকে প্রায় ১০%। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে প্রায় ৪৪% আগুন ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতা ছাড়াই স্থানীয় জনসাধারণ নিভিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। অগ্নি প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই এটি সম্ভব হয়েছে। অগ্নিকান্ডে আনুমানিক ৮৫০ কোটি টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এ বিভাগের কর্মীরা প্রায় ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

উদ্ধার কার্যক্রম ঃ অত্র বিভাগের কর্মীগণ ২০০৯ সালে সংঘটিত ৫৬৬০টি দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজে অংশ নিয়ে মোট ৫৬৫১ জনকে জীবিত এবং ৮১০ জনকে মৃত উদ্ধার করেছে। এছাড়া ভূমিকম্পসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় কমিউনিটি লেভেলে ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরির বিশেষ পরিকল্পনার আওতায় নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং বস্তিবাসীদের মধ্যে থেকে বস্তির আগুন নির্বাপণের জন্য স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ঃ অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩ কে মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর আওতাভুক্ত করে এ বছর এপ্রিল থেকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা শুরু হয়েছে। ওয়্যারহাউস/ওয়ার্কশপ লাইসেন্স গ্রহণে বিরত থাকা, লাইসেন্স গ্রহণ করেও অগ্নি নিরাপত্তার শর্ত না মানা, অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ছাড়াই বহুতল ভবন নির্মাণ ইত্যাদি কারণে দায়ী প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে চালানো হচ্ছে মোবাইল কোর্ট। অক্টোবর ২০১০ পর্যন্ত ২৫২টি মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৩৭টি বহুতল ভবন, ৬৮টি পোশাক শিল্প কারখানা, ৭১টি কেমিক্যাল ও অন্যান্য দাহ্যবস্তুর গোডাউনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোট ৮১ লাখ ৫২ হাজার টাকা জরিমানা, ১৬টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং ২ জনকে যথাক্রমে ১৫ দিন ও ৭ দিনের জেল প্রদান করা হয়েছে।

নতুন সরঞ্জাম আমদানি ঃ গত বছর থেকে এ যাবৎ পানিবাহী গাড়ী ৩৬টি, কেমিক্যাল টেন্ডার ৫টি, ফোম টেন্ডার ৩টি, এরিয়াল প্লাটফরর্ম লেডার ৪টি, ইমার্জেন্সী টেন্ডার ২টি, রেসকিউ স্পিড বোট ২টি, কোল্ড কাট সিস্টেম ৩টি, ফায়ার ফ্লোট ২টি ইত্যাদি সরঞ্জাম ক্রয় করে সরকার এ বিভাগকে আধুনিক ও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন সফল কার্যক্রম ঃ সেবাধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি রয়েছে সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সুদৃষ্টি। এই সত্যকে দৃশ্যমান করে বর্তমান সরকার এ বিভাগের দীর্ঘদিনের কিছু অপূর্ণ দাবি পূরণ করেছে। এসব দাবি বাস্তবায়নের ফলে এ বিভাগের কর্মীরা তাদের দায়িত্ব পালনে আরো উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। বাস্তবায়িত কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ঃ

ঝুঁকি ভাতা ও পুর্ণাঙ্গ রেশন বাস্তবায়ন ঃ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর অগ্নি নির্বাপণের ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অপারেশনাল কর্মীদের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ঝুঁকিভাতা চালু করেছে। এ ছাড়া এ বিভাগের ইউনিফর্মধারী কর্মীরা নামমাত্র পরিমাণ রেশন পেতেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিষয়টি সুবিবেচনায় নিয়ে এই বিভাগের অপারেশনাল এবং নন অপারেশনাল সকল স্টাফের জন্য পুর্ণাঙ্গ রেশন বাস্তবায়ন করেছে। এটি বিভাগীয় কর্মচারীদের জন্য একটি বড় প্রাপ্তি।

নতুন পোশাক প্রবর্তন ঃ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর খাকি পোশাক ছিল এই বিভাগের এতদিনের ইউনিফরম। এই পোশাক পরিবর্তন ছিল অত্র বিভাগের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। বর্তমান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সরকার বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে এ বিভাগের খাকি পোশাক পরিবর্তন করে নতুন পোশাক প্রবর্তন করেছে। ফলে এ বিভাগের কর্মীদের দীর্ঘদিনের একটি আকাঙ্ক্ষা আলোর মুখ দেখেছে। নতুন পোশাক প্রবর্তনের ফলে এ বিভাগের কর্মীরা এখন আরো উজ্জীবিত ও দিন বদলানোর সনদ বাস্তবায়নে তারা নতুন প্রেরণায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাষ্ট্রপতি ও ফায়ার সার্ভিস পদক প্রদান ঃ এ বিভাগের কর্মীদের বীরত্বপূর্ণ ও দৃষ্টান্তমূলক সেবা কার্যক্রমের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ২০ বছর পর আবার চালু হয়েছে রাষ্ট্রীয় সম্মানজনক পদক প্রদান। এ বছর ঝুঁকিপূর্ণ ও সাহসিকতামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২ জন সদ্যস্যকে রাষ্ট্রপতি ফায়ার সার্ভিস পদক ও ২ জনকে রাষ্ট্রপতি সিভিল ডিফেন্স পদক প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া আরো ২ জন সদস্যকে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস পদক ও অন্য ২ জনকে বাংলাদেশ সিভিল ডিফেন্স পদক প্রদান করা হয়েছে।

রেড ক্রিসেন্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ ঃ অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার ও অন্যান্য সেবামূলক কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ২০০৯ সালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে রেড ক্রিসেন্ট এ্যাওয়ার্ড-২০০৯ পুরস্কারে ভূষিত করেছে। এই পুরস্কার প্রাপ্তি অত্র অধিদপ্তরের জন্য বয়ে এনেছে বিরল সম্মান ও গৌরব।

রোটারী ক্লাবের সম্মাননা লাভ ঃ এ অধিদপ্তরের উজ্জীবিত কর্মীদের অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার কার্যক্রমের সাহসিকতার কারণে মেট্রোপলিটন রোটারি ক্লাব এ বছর অত্র অধিদপ্তরকে ভ্যালিয়্যান্ট সার্ভিসেস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে। এ ছাড়া ২ জন সদস্যকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেছে। রোটারি ক্লাব অব ধানমন্ডি ২০০৯ সালে অত্র অধিদপ্তরের ৫ জন কর্মীকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেন। ২০১০ সালেও তারা ৪ জন কর্মীকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেছে। এছাড়া রোটারী ক্লাব অব ঢাকা (উত্তর) ১জন কর্মীকে ভোকেশনাল সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সদস্যপদ লাভ ঃ বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ হলোঃ জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল সার্চ এন্ড রেসকিউ অ্যাডভাইজরি কমিটি (INSARAG), ইন্টারন্যাশনাল ফায়ার চিফস অ্যাসোসিয়েশন অব এশিয়া (IFCAA), ন্যাশনাল প্লাটফরম ফর ডিজাস্টার রিডাকশন ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজরি কমিটি ও বাংলাদেশ আর্থকোয়েক প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস কমিটি।

খেলা-ধুলায় সাফল্য ঃ সম্প্রতি ফিলোসফিয়া দ্বিতীয় বিভাগ দাবা লীগ ২০১০-এ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্পোর্টস ক্লাব অংশগ্রহণ করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

উপসংহার ঃ সরকারের বিঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অত্র অধিদপ্তর সুষ্ঠু ও সফল সেবা কার্যক্রম চালিয়ে দেশের অগণিত মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আস্থা অর্জনের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

বাণী

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবাধর্মী কার্যক্রমের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় সর্বস্তরে সারাদেশব্যাপী পালিত হতে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১০।

বড় ধরনের দুর্যোগে কাজ করার জন্য বেতনভুক্ত বিপুল জনবলের একটি বড় বাহিনী উন্নত দেশেও লালন করা হয় না। তাই আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সেবার মান আধুনিক করার লক্ষ্যে নানমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এতে একদিকে যেমন সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলা করা সহজ হবে। অপরদিকে তাদের মাধ্যমে জনগণের একটি বড় অংশকে দ্রুত সচেতন করে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হবে। এই স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য কিছু যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সরকার ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) সহযোগিতায় বস্তি এলাকায় স্লাম ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সরকারের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই অধিদপ্তর একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হওয়ার সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবার মান আরো উন্নত ও আধুনিক করার লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির উদ্ধার ও অগ্নি নির্বাপনী সরঞ্জাম যেমন ৫টি কেমিক্যাল টেন্ডার, ৪টি ৫৪ মিটার এরিয়েল প্লাটফরম লেডার (সুউচ্চ মই), ১৫টি মোটরসাইকেলবাহী ওয়াটার মিস্টসহ অনেক উদ্ধার ও অগ্নি নির্বাপণ সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। ট্রেনিং কমপ্লেক্সকে একাডেমিতে রূপান্তর এবং বড় কলেবরে ভিন্ন স্থানে স্থানান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করতে প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বহুতল ভবনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে চলছে ফায়ার স্টেশন বৃদ্ধির কার্যক্রম। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের ঘোষণা বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে প্রকল্প তৈরি করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর এ ঘোষণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ বিভাগের সেবার মান আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে বলে আমি আশা করি।

পাশাপাশি সরকার এ বিভাগে কর্মরতদের জীবন-মান উন্নত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বেশ কিছু প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ বিভাগের কর্মীদের ঝুঁকিভাতা চালু, ইউনিফরমবিহীন কর্মীসহ সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ রেশন চালু, বেতন বৃদ্ধিসহ এ বিভাগের কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি পোশাক পরিবর্তন করে নতুন পোশাক প্রর্বতন করা হয়েছে। এ বিভাগের অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, প্রক্রিয়াধীন রয়েছে নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের কার্যক্রম। তাছাড়া এ বিভাগের জন্য একটি বার্ন হাসপাতাল তৈরির প্রকল্প ইতিমধ্যে নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। এসব কাজ বাস্তবায়নের ফলে এ বিভাগে কর্মরতদের মাঝে উৎসাহ ও মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগের যে কোন সময়ের তুলনায় সেবা প্রদানের মান ও কৌশল বহুগুণ উন্নত হয়েছে।

সপ্তাহ উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অগ্নি প্রতিরোধ ও উদ্ধার কার্যক্রমের বিশেষ সংখ্যা এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশনায় যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতিও রইল আমার অশেষ ধন্যবাদ। এ বিভাগের কর্মীদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে আমি সর্বস্তরের জনসাধারণের সম্পৃক্ততা ও সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নাঈম মোঃ শাহিদউল্লাহ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ কার্তিক ১৪১৭
০৮ নভেম্বর ২০১০

বাণী

অগ্নিকাণ্ডসহ যেকোন দুর্ঘটনা-দুর্যোগে জনসাধারণের করণীয় বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ০৮ নভেম্বর ২০১০ থেকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ভূমিকম্প, অগ্নি, নৌ, সড়ক দুর্ঘটনাসহ যে কোন মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকাজে অংশ নেন।

দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ বিভাগের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর ব্যাপারে আমরা ইতোমধ্যে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি।

এছাড়া, ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধারকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সারাদেশে ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরি এবং তাঁদের প্রশিক্ষণের কাজ এগিয়ে চলছে।

আমি আশা করি, অগ্নিকাণ্ডসহ সকল দুর্যোগে এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ সাহস, দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন।

আমি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ পালন কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণকে অধিকতর সচেতন করে তোলার প্রয়াসে ৮ নভেম্বর ২০১০ থেকে 'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ ২০১০' পালন করা হচ্ছে। দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় জরুরী কাজে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করার এ প্রয়াসকে আমি স্বাগত জানাই।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীদেরকে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়। অগ্নিনির্বাপণ, লঞ্চডুবি, ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড়ে ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকার মানুষদেরকে উদ্ধার, আহতদের জরুরী চিকিৎসা ও সেবাদান ইত্যাদি কাজে এই বাহিনীর কর্মীদেরকেই সবার আগে দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হয়। এ ধরনের সেবামূলক কাজে তাদের সাথে জনসাধারণের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্ববহ। এ কারণে উন্নত দেশগুলোর ন্যায় আমাদের দেশেও বড় ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ ২০১০' পালন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ ২০১০' পালনের মাধ্যমে সততা, নিষ্ঠা ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কর্তব্য সম্পাদনে নিবেদিত প্রাণ এ বিভাগের সদস্যগণ জনগণের কাছে অধিকতর আস্থাভাজন হয়ে উঠুক এই শুভ কামনায় সবাইকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু এমপি

গ্রামীণফোন

সিইও
গ্রামীণফোন

বাণী

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

দিনে কিংবা রাতে যেকোন সময় যেকোন ধরনের অগ্নিকান্ডসহ যে কোন ধরনের দুর্যোগে জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংকটের মুহূর্তে মানুষের পাশে থাকে ।

এই ঝুঁকি প্রশমনে একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের জন্য অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থাই অগ্নিকাণ্ড থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায়। কর্মক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষকে অগ্নি প্রতিরোধে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ফায়ার এক্সিট, ফায়ার অ্যালার্ম, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ ছাড়া কর্মীদেরও এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যেন সংকটের মুহূর্তে তাঁরা সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ।

গ্রামীণফোন প্রথম থেকেই অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে সচেতন। আমাদের নতুন প্রধান কার্যালয়ে আছে অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে বিভিন্ন আধুনিক ব্যবস্থা এবং কর্মীরাও এ বিষয়ে নিয়মিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষকে কাছে রাখতে যেকোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণে সবসময় সহযোগিতা করে আসছে গ্রামীণফোন। আমার বিশ্বাস এই সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে ফায়ারম্যান ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ আরো মজবুত হবে এবং অগ্নি প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মূলমন্ত্র – 'গতি, সেবা ও ত্যাগ'- এর সাথে সম্পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করছে গ্রামীণফোন।

আমি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ ২০১০-এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

ওডভার হেশজেদাল

সহযোগিতায়:
কাছে থাকুন | গ্রামীণফোন